দৈনিক সংবাদ

MAY 31 2002

দুই গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা

ভাঙ্গা ঈদগা মাদ্রাসার সুপারের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

অশোকেশ রায়, ফরিদপুর থেকে : ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলার কাসেমুল উলুম মাদ্রাসা ও ইসলামিয়া এতিমাখানার সুপার মাওলানা সৈয়দ রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সরকারি-বেসরকারি অডিটে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগের প্রমাণ পাওয়ায় ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাদ্রাসা সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে পত্র দিয়েছেন। দুর্নীতির অভিযোগে মাদ্রাসা কমিটি সুপারকে বরখাস্ত করেছে। অন্যদিকে মাদ্রাসা সুপার মাওলানা রুহুল আমীন তার বিরুদ্ধে আনিত দুর্নীতির অভিযোগকে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে ইউএনও অডিট কমিটি ও মাদ্রাসা কমিটির বিরুদ্ধে মামলা করবেন বলে জানিয়েছেন। সুপারকে মাদ্রাসা কমিটির একটি গ্রুপের বহিষ্কার এবং অন্যগ্রুপের তাকে মাদ্রাসায় রাখা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

মাওলানা রুহুল আমিন ১৯৮৮ সালে মাদ্রাসার সুপার নিয়োগপ্রাপ্ত হন। মাদ্রাসা কমিটি ২০০০ সালে মোঃ আবু জাফর মাতুব্বরকে মাদ্রাসার হিসাব রক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়। আবু জাফর সুপার রুহুল আমিনের কাছে পূর্বের সমস্ত হিসাবপত্র চাইলে সুপার তাকে কেবলমাত্র ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের হিসাব দেন। এ দুই বছরের হিসাবেও অনেক গরমিল দেখতে পেয়ে হিসাব রক্ষক জাফর মাতুব্বর সুপারের বিরুদ্ধে কমিটির কাছে লিখিত অভিযোগ দেন। এ অভিযোগের ভিত্তিতে কমিটি বিএডিসির অডিট অফিসার আফতাব উদ্দিন শিকদার ও আবু জাফরকে ১৯৮৮ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সব হিসাব পরীক্ষার দায়িত্ব দেন। হিসাবে তারা ১১ লাখ টাকার বেশি গরমিল খুঁজে পান। তখন মাদ্রাসা কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাজি মহিউদ্দিন বিশ্বাস গত ১২ জুলাই ২০০১ তারিখে ভাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে সুপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দরখাস্ত দেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ভাঙ্গা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বজলুর রহমানকে অডিট করার জন্য দায়িত্ব দেন। তিনি ১৯৯৯ ও ২০০০ সালের হিসাব পরীক্ষা করে ৪ লাখ ৭১ হাজার ৫৪৭ টাকার গরমিল দেখতে পান।

কিন্তু সুপার বেসরকারি অডিটের ব্যাপারে আপত্তি জানালে ইউএনও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা আবুল হোসেনকে প্রধান করে ৪ সদস্যের একটি সরকারি অডিট কমিটি গঠন করেন। এ কমিটি ১৯৮৮ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০০২ সাল পর্যন্ত হিসাব পরীক্ষা করে ৯ লাখ ৮৬ হাজার ৮১৮ টাকার গরমিল দেখতে পায়।

হিসাব রক্ষক আবু জাফর মাতুব্বর অসৎ উদ্দেশ্যে মাদ্রাসার কাগজপত্র তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন না বলে সুপার রুহুল আমিন অভিযোগ করে প্রথমে ভাঙ্গা থানায় সাধারণ ডাইরি এবং পরে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২ তারিখে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে মামলা করেন। আবু জাফরও তাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে সুপারের বিরুদ্ধে থানায় ডাইরি করেন। সুপার রুহুল আমিন মাদ্রাসার বিপুল পরিমাণ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ করে এবং তাকে অপসারণসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভাঙ্গার ইউএনও শাহাদাৎ হোসেন ৭ এপ্রিল ২০০২ তারিখে জেলা প্রশাসকের কাছে পত্র দেন। মাদ্রাসা কমিটি গত ১৩ এপ্রিল রুহুল আমিনকে সুপার পদ থেকে বরখাস্ত করেন।

এ ব্যাপারে মাদ্রাসা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ভাঙ্গা বাজার বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক হাজি মহিউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ৩টি অডিট কমিটির রিপোর্টে রুহুল আমিনের বিপুল অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের ঘটনা ধরা পড়েছে। তাই আমরা তাকে মাদ্রাসার সুপার পদ থেকে বরখাস্ত করেছি। তিনি নিজে স্বেচ্ছায় চলে না গেলে আমরা তার রুমে তালা দিয়ে তাকে মাদ্রাসা থেকে বের করে দেবো এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেবো। অন্যদিকে রুহুল আমিন বলেন, তার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ একটি ষড়যন্ত্র। ইউএনও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে পত্র দেওয়ায় তিনি ইউএনও, সরকারি অডিট কমিটি ও মাদ্রাসা কমিটির বিরুদ্ধে মামলা করবেন। তাকে জোর করে মাদ্রাসা থেকে বের করে দিতে চাইলে এলাকাবাসীকে নিয়ে তিনি প্রতিহত করবেন বলেও জানান।